১১-০৩-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- একান্তে বসে যদি এই ঈশ্বরীয় পড়া করো তাহলে খুব ভালো ধারণা হবে , সকাল সকাল উঠে বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাসও তৈরী করো ।"

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণ পাস করতে গেলে কোন্ বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত আর আর কোন্ খেয়ালটি মনে আসা উচিত নয় ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ পাস করতে গেলে সর্বদা এই খেয়াল রাখা উচিত যে আমাকে রাত দিন খুব পরিশ্রম করে পড়তে হবে । নিজের অবস্থা এতো উঁচু বানাতে হবে যে বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে যেন বিরাজ করতে পারি । নিদ্রাজয়ী হতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে । বাদবাকি এই খেয়াল যেন কখনো না আসে যে এই নাটকে বা আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই আমরা পাবো । এই খেয়াল তাহলে তোমাদের অমনোযোগী বানিয়ে দেয় ।

গীত :- তোমাকে পেয়ে আমারা সারা দুনিয়া পেয়ে গেছি, সারা পৃথিবী আর আকাশও পেয়ে গেছি .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে । বেহদের শিববাবার থেকে এখন আমাদের বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি মিলছে । বাচ্চারা বাবার থেকে আবার বিশ্বের স্বরাজ্যের বর্সা পাচ্ছে , যেই বিশ্বের বাদশাহী তোমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । তোমরাই এই সারা বিশ্বের মালিক হতে পারবে । সেই দুনিয়ায় সীমিত কোনো কিছুই থাকবে না । এক বাবার থেকেই তোমরা এক রাজধানী নিয়ে থাকো যেখানে একজন মহারাজা আর মহারাণীই রাজত্ব চালিয়ে থাকেন । এক বাবা এবং একটাই রাজধানী , যেখানে কোনো ভাগ হয় না । তোমরা জানো যে এই ভারতেই একজন মহারাজা - মহারাণী অর্থাত্ লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিল , যাঁরা সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করতেন । তাকে অদ্বৈত রাজধানী বলা হয় , যেই রাজধানী একজনই স্থাপন করেছিলেন বাচ্চাদের দ্বারা । এরপর তোমরা বাচ্চারাই এই রাজত্ব ভোগ করবে । তোমরা জানো যে প্রতি ৫ হাজার বছর অন্তর তোমরা এই রাজত্ব নিয়ে থাকো । তারপর অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হলে তোমরা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলো । তারপর বাবা এসে আবার তোমাদের এই রাজত্ব প্রাপ্ত করান । এ হল হার জিতের খেলা । মায়ার কাছে হেরে গেলে তোমাদের হার হয় , আবার বাবার শ্রীমতে চলে তোমরা রাবণের উপর জয়লাভ করতে পারো । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ অনন্য নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন আছে যারা সবসময় খুশীতে থাকে যে আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারি । ক্রিস্টিয়ানরা যতই শক্তিশালী হোক , কিন্তু বিশ্বের মালিক হতে পারবে - এমন তো হয় না । এখন সব রাজ্য ছোটো ছোটো ভাগ হয়ে গেছে । প্রথমে এক ভারতই সমস্ত বিশ্বের মালিক ছিলো । দেবী - দেবতা ছাড়া আর কোনো ধর্মই ছিলো না । তোমাদের এমন বিশ্বের মালিক একমাত্র বিশ্বের রচয়িতাই বানাবেন । তোমরা দেখো , বাবা তোমাদের কিভাবে বোঝান । তোমরাও এইভাবে বোঝাতে পারো । ভারতবাসী অবশ্যই এই বিশ্বের মালিক ছিল । নিশ্চই তাদের এই বিশ্বের রচয়িতার থেকেই বর্সা বা সম্পত্তির প্রাপ্তি হয়েছিল । তারপর যখন তারা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলে , দুঃখী হয়ে যায় , তখনই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে । ভক্তিমার্গই হলো বাবাকে স্মরণ করার পথ । মানুষ কতো প্রকারের ভক্তি , দান - পুণ্য , জপ - তপ করে থাকে । এই পড়ার দ্বারা তোমরা যে রাজত্ব পাও তা ভোগ করার পর তোমরাই ভক্ত হয়ে

যাও । লক্ষ্মী – নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। কেননা তাঁরা তো ভগবানের থেকেই এই রাজত্ব নিয়েছিলেন । কিন্তু বাবা বলেন যে তাঁদেরও ভগবান ভগবতী বলা যাবে না । এনাদের এই রাজধানী অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতাই দিয়েছিলেন, কিন্তু কিভাবে দিয়েছিলেন -- সেই কথা কেউই জানে না । তোমরা সকলেই ভগবান বা শিববাবার সন্তান । এখন বাবা তো সকলকে রাজত্ব দেবেন না । এই নাটকও বানানো আছে । ভারতবাসীরাই এই বিশ্বের মালিক হয় । এখন হলো প্রজার ওপর প্রজার রাজ্য । এখন সকলেই নিজেকে পতিত বা ভ্রষ্টাচারী বলে মানে । তাই এই পতিত দুনিয়া থেকে পার হবার জন্য কান্ডারীকেই মানুষ স্মরণ করে যে তুমি এসে আমাদের এই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে চলো । এক হলো নিরাকার শিবালয় বা নির্বাণধাম আর দ্বিতীয় হলো , শিববাবা যে রাজধানী স্থাপন করেন তাকেও শিবালয় বলা হয় । তখন সারা সৃষ্টিই শিবালয় হয়ে যায় । তাই সত্যযুগ হল সাকারী শিবালয় আর নির্বাণধাম হলো নিরাকারী শিবালয় । এই কথা তোমরা লিখে রাখো । বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের কাছে অনেক পয়েন্টস আছে কিন্তু সেইসব খুব ভালোভাবে মন্থন করা উচিত । যেমন কলেজের বাচ্চারা ছোটবেলায় খুব ভোরে উঠে অধ্যয়ন করতে বসে । ভোরবেলা কেন বসে ? কারণ আত্মা সারারাত বিশ্রাম করে ফ্রেশ হয়ে যায় । একান্তে বসে পড়াশোনা করলে খুব ভালো ধারণা হয় । ভোরে ওঠার এই শখ থাকা চাই । কেউ কেউ বলে যে আমাদের ডিউটি এমনই যে ভোরে যেতে হয় । তাহলে সন্ধ্যেবেলা অভ্যাস করো । সন্ধ্যার সময়ও বলে যে দেবতারা ঘুরে বেড়ায় । কুইন ভিক্টোরিয়ার উজির রাতে রাস্তার আলোর নীচে পড়াশোনা করতেন । তিনি খুব গরীব ছিলেন । পড়াশোনা করে উজির হয়েছিলেন । *সমস্তকিছুই এই পড়ার উপর নির্ভর করে । তোমাদের তো পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । তোমাদের এই ব্রহ্মাবাবা পড়ান না , শ্রীকৃষ্ণও পড়ান না । নিরাকার জ্ঞানের সাগর শিববাবাই পড়ান* । এই রচনার আদি , মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতার অন্ত এবং দ্বাপরের আদি সময়কে মধ্য বলা হয় । এইসকল কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । *ব্রহ্মা , বিষ্ণু হয়ে ৮৪ জন্ম ভোগ করেন ,তারপর আবার ব্রহ্মা হন । ব্রহ্মা কি ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন বা লক্ষ্মী – নারায়ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন । কথাটা একই হয়ে যায়* । এইসময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বংশাবলী তারপর তোমরা বিষ্ণু বংশাবলী হয়ে যাবে । তারপর তোমরাই নামতে নামতে শূদ্র বংশাবলী হয়ে যাবে । এইসকল কথা তোমাদের বাবাই বসে বোঝান । তোমরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার থেকে তাঁর শ্রীমতে চলে বিশ্বের মহারাজা মহারাণী হতে এসেছো । প্রজারাও তো বিশ্বের মালিকই হবে । এই পড়া খুব বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন । যত পড়বে এবং পড়াতে থাকবে তত উঁচু পদ পেতে পারবে । এ হলো বেহদের পড়া , সবাইকে এই পড়া পড়তে হবে । সবাই একজনের থেকেই এই পড়া পড়ে । তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে কেউ কেউ খুব ভালো ধারণা করতে পারে আবার কারোর সামান্যতম ধারণাও হয় না । নম্বর হিসাবেই তো সবাইকে চাই । রাজাদের সাথে সাথে দাস দাসীদেরও চাই । দাস দাসীরাও তো মহলেই থাকবে । প্রজারা তো বাইরে থাকবে । সত্যযুগে অনেক বড় বড় মহল তৈরী হয় । অনেক জমি থাকে কিন্তু মানুষ কম । আনাজও অনেক হয় । মানুষের সব কামনাই তখন পূর্ণ হয় । পয়সার জন্য কখনো দুঃখ হয় না । "স্বর্গ" এই নাম কত বড় । একজনের মতে চলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারো । সেখানে বলা হবে সত্যযুগী সূর্যবংশী লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য, তারপর তাঁদের সন্তানরা সেই গদিতে বসবে । তাঁদের মালা তৈরী হয় । আট জন পাস উইথ অনার হয় । নয় রত্নের আংটিও পড়ে । মাঝে থাকেন বাবা , বাকি রইলো আট রত্ন, নয় রত্ন , অনেকেই (আংটিতে) পড়ে । এ হলো দেবতাদের চিহ্ন । ৯ রত্নের এই অর্থ মানুষ বোঝে না । মালাও ৯ রত্নের তৈরী হয় । খৃষ্টানরা হাতে মালা রাখে । ৮ রত্ন আর তার ওপরে ফুল থাকে । এ হলো যারা মুক্তিতে যাবে তাদের মালা । বাকি হলো জীবনমুক্তিতে যারা

যাবে বা প্রবৃত্তি মার্গে যারা যাবে । তাতে ফুলের সাথে সাথে যুগল দানাও অবশ্যই থাকবে । অর্থও তো বোঝাতে হবে -- সম্ভবত পোপেদেরও নম্বর অনুসারে মালা বানানো হয় । এই মালা সম্বন্ধে মানুষ তো জানেই না । বাস্তবে মালা তো এখানেই, যা সকলেই ঘুরিয়ে চলেছে । শিববাবা আর তোমরা বাচ্চারা যে পরিশ্রম করে চলেছো । এখন তোমরা যদি কাউকে বোঝাও যে মালা কার বানানো হয় তাহলে ঝট করে বুঝে যাবে । তোমাদের প্রোজেক্টর বিদেশেও যাবে তখন তো বোঝানোর জন্য সঠিক জোড়াও (যুগল) চাই । সকলে বুঝতে পারবে যে এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ । বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে ,আর সৃষ্টিচক্রকেও জানতে হবে , যারা চক্রকে জানতে পারবে না , তাদের কি বলা হবে !

সত্যযুগে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে .....এখন আবার নতুন করে তা হতে চলেছ । তোমরা এই পড়া পড়ে এতো উঁচু হয়েছ । *রাধা কৃষ্ণ আলাদা আলাদা রাজধানীতে ছিলেন* । স্বয়ম্বর হওয়ার পরে তাঁদের নাম লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিল । লক্ষ্মী - নারায়ণের কোনো ছোটোবেলার ছবি দেখানো হয় না । সত্যযুগে তো কারোর স্ত্রী অকালে মারা যায় না । সম্পূর্ণ সময় পার হওয়ার পরেই তারা শরীর ত্যাগ করে । কান্নাকাটিরও কোনো প্রয়োজন হয় না । ওই দুনিয়ার নামই হলো স্বর্গ । এইসময় আমেরিকা , রাশিয়া ইত্যাদি যে সব দেশ আছে , সবেতেই এখন মায়ার জৌলুস। এই এরোপ্লেন , মোটর ইত্যাদি সবই বাবার সময়ই বেরিয়েছে । এই ১০০ বছরেই সবকিছু হয়েছে । এ সব হলো মৃগতৃষ্ণার মতো রাজ্য , একে মায়ার জৌলুস (pomp) বলা হয় । সাইন্সের জাঁকজমকও শেষের দিকের - অল্পকালের জন্য । এইসবই শেষ হয়ে যাবে । তারপর এই সবই স্বর্গে কাজে আসবে । এই মায়ার জৌলুসে যেমন খুশীও আসবে তেমনই বিনাশও হবে । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে এই রাজত্ব নিচ্ছ । এই রাজত্ব তোমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । ওই দুনিয়ায় কোনো উপদ্রবই হবে না কেননা সেখানে কোনো মায়া থাকবে না । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়ো । সঙ্গে সঙ্গে বাবা এই কথাও জানেন যে সবাই আগের কল্পের মতোই পড়াশোনা করবে । আগের কল্পে যে সিন চলেছিল , এখনও সেই সিনই চলছে । এই নরককে স্বর্গ বানানোর কল্যাণকারী পার্ট আগের কল্পের মতোই চলছে । বাকি যারা এই ধর্মের হবে না তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে না । বাবা যখন শিক্ষক তখন বাচ্চাদেরও শিক্ষক হতে হবে । বাচ্চারা এই পড়ানোর জন্য বিলেত পর্যন্ত গিয়েছে । দোভাষীও খুব হুঁশিয়ার চাই । পরিশ্রম তো করতেই হবে ।
তোমাদের ঈশ্বরীয় সন্তানদের চলন খুব মর্যাদাপূর্ণ হওয়া চাই । সত্যযুগে তোমাদের চলন খুবই উচ্চ এবং রাজকীয় হয় । *এখানে তোমাদের ছাগ থেকে সিংহী আর বাঁদর থেকে দেবতা বানানো হয় । তাই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নিরহংকারিতা থাকা চাই । নিজের অহংকারকে ত্যাগ করতে হবে* । এই কথা স্মরণে রাখতে হবে , *"যেমন কর্ম আমরা করবো , আমাদের দেখে অন্যেরাও সেই কর্ম করবে"* । নিজের হাতে তোমরা যদি বাসন পরিষ্কার করো তাহলে সবাই বলবে যে তোমরা কতো নিরহংকারী । সবকিছু নিজের হাতে করলে তোমাদের আরো সম্মান বাড়বে । অহংকার এলে তোমরা অন্যের মনে স্থান পাবে না । যতক্ষণ না তোমরা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারো ততক্ষণ বাবার মনে স্থান পাবে না , তাহলে সিংহাসনে কেমন করে বসবে ! তোমাদের স্থান তো নম্বর অনুসারেই হবে । যার কাছে অনেক ধন সম্পত্তি থাকে তারা ফার্স্টক্লাস মহল বানায় । তাই খুব ভালো করে পড়ে সম্পূর্ণ পাস করতে হবে , খুব ভালো পদও পেতে হবে । এমন কথা নয় যে যা নাটকে আছে অথবা ভাগ্যে আছে তাই হবে । এই খেয়াল মনে এলেই তোমরা পাস করতে পারবে না । এই ভাগ্যকে তো বাড়াতে হবে । রাতদিন খুব পরিশ্রম করে পড়তে হবে । নিদ্রাজয়ী হতে হবে । *রাতে বিচার সাগর মন্থন করলে তোমাদের অনেক আনন্দ হবে* । বাবাকে কেউ কেউ বলে না যে , বাবা আমরা

এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করি । তখন বাবা বোঝেন যে এরা এখনো জাগ্রত হয় নি । সম্ভবত এদের পার্ট হলো বিচার সাগর মন্থন করার । এক নম্বর বাচ্চা তো এরাই । বাবা অনুভব দিয়ে বলেন , বাচ্চারা ভোরে উঠে বাবার স্মরণে বসো । এমন এমন খেয়াল করো -- এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর সুক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শংকর । তাহলে ব্রহ্মা কে ?বিষ্ণুই বা কে ? এমনভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে কাজ আমরা করব , আমাদের দেখে তা অন্যরা করবে , তাই প্রতিটা কর্মের উপর নজর দিতে হবে । তোমাদের সম্পূর্ণ নির্মাণ চিত্ত এবং নিরহংকারী হতে হবে । অহংকারকে শেষ করতে হবে।

২) নিজের ভাগ্যকে উঁচু বানানোর জন্য খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে । সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করার শখ রাখতে হবে ।

বরদান :- নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির দ্বারা জীবনের যে কোনো ঝড়কে উপহার বানিয়ে নিয়ে যথার্থ যোগী হও ।

তিনিই হলেন যথার্থ যোগী যিনি এক সেকেন্ডে নিজের বুদ্ধিকে যেখানে এবং যখন লাগাতে চান সেখানেই লাগাতে পারেন । পরিস্থিতি অস্থিরই হোক বায়ুমন্ডল তমোগুণীই হোক বা মায়া যতই গ্রাস করার চেষ্টা করুক না কেন -- এক সেকেন্ডে একাগ্র হওয়া --- এই হলো স্মরণের শক্তি । যতই ব্যর্থ সংকল্পের তুফান আসুক না কেন , নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকলে , এক মুহূর্তেই সেই ঝড়কে জীবনের উপহার বানিয়ে নিতে পারবে । এমন শক্তিশালী আত্মা কখনোই এমন সংকল্প আনবে না যে -- আমি চাই না কিন্তু এই কাজ হয়ে যায় ।

স্লোগান :- যোগযুক্ত আর যুক্তিযুক্ত কর্ম যারা করে তারাই বিঘ্ন প্রুফ হতে পারে।